পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 22 ❑ 18 Aug., 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

যশোর রোডে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে জখম মহিলা

পারিজা পাঠক : গাইঘাটা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণের সামনে ফের শিরীষ গাছের ডাল ভেঙে পড়ে বিপত্তি, আহত এক। ব্যাহত হলো যান চলাচল। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা অবরোধ করলো যশোর রোড। কয়েক মাস আগেই গাইঘাটা ব্লক অফিস সংলগ্ন এলাকায় যশোর রোডের পাশের শতাব্দী প্রাচীন শিরীষ গাছের ডাল ভেঙে দুজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। ফের বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় উত্তেজনা ছড়ালো এলাকায়। ঘটনা সূত্রে জানা গিয়েছে বৃহস্পতি বার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ আচমকাই এই গাছের ডাল ভেঙে পড়ার পর উত্তেজিত বাসিন্দারা যশোর রোড অবরোধ করে। জাতীয় সড়ক আটকে স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি সামাল

দেওয়ার জন্য হাজির হয় গাইঘাটা থানার ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ। প্রায় আধ ঘণ্টা অবরোধ চলার পর প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। বারংবার যশোর রোডের ওপর শিরীষ গাছের ডাল ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটেই চলেছে। যা নিয়ে এর আগেও বেশ কয়েকবার সরব হয়েছেন স্থানীয়রা। অবশ্য প্রশাসনের তরফ থেকে এই ঝুঁকিপূর্ণ গাছের ডাল কাটার কাজ আগেই

তৃতীয় পাতায়...

আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে বনগাঁর এক ঝাঁক পড়ুয়া

সায়ন ঘোষ, বনগাঁ : রাজনৈতিক সংগঠন বা কোনো সংস্থার মাধ্যমের প্রয়োজন পড়েনা মানুষের পাশে থাকার জন্য। শুধুমাত্র লাগে ইচ্ছে শক্তি। হ্যাঁ, এমন ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়েই প্রায় ৬০০ জন দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ালো বনগাঁর এক ঝাঁক পড়ুয়া। প্রতি বছরের মতো এবছরও মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁর কয়েকজন কলেজ পড়ুয়ারা মিলে প্রায় ৬০০ জন দুঃস্থ মানুষের এক বেলার খাবারের দায়িত্ব নিল। পাশাপাশি স্থানীয় শিশুদের হাতে তুলে দিল আঁকার সরঞ্জাম। অনুপম, সুদীপ্ত, প্রিয়, জিৎ, রোহণ, মথুরেশ, রিতম, চয়ন, রকি, রানা, সায়ন, অনির্বাণ, সবুজ, দ্বীপরাজ, সৌমিলি, স্নেহা, সোনালী'র মতো একাধিক পড়ুয়ারা তাঁদের জমানো হাত খরচের টাকা দিয়ে প্রায় ৬০০ জন মানুষের মুখে এক বেলার খাবার তুলে দেয়। যদিও তাঁদের উদ্যোগে সামিল হয়েছিল বনগাঁর একাধিক সাধারণ মানুষ।

পড়ুয়াদের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার বনগাঁ কালিতলা সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু করে প্রতাপনগর সহ একাধিক এলাকার আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া দুঃস্থ পরিবারের মানুষদের খাবার তুলে দেওয়া হয়। পড়ুয়াদের পক্ষ থেকে অনুপম রায় বলেন, আমরা আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি নিজের পকেট থেকে খরচা করে এটি করার। এছাড়াও এই কাজে উৎসাহিত করতে একাধিক মানুষ আমাদের সাহায্য করেছেন। পড়ুয়াদের এমন কাজে খুশি এলাকার মানুষ।

কুসংস্কারের বলি বৃদ্ধা, সাপে কাটা রোগীকে নিয়ে যাওয়া হল ওঝাবাড়ী

প্রতিনিধি ঃ সম্প্রতি বনগাঁয় সাপে কাটা গৃহবধূকে ওঝা বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর তার মৃত্যু হয়েছিল। ফের খড়ের গাদা থেকে বিচুলি বার করতে গিয়ে সাপে কামড়েছিল এক মহিলাকে। পরিবারের লোকেরা তাকে পাশের ওঝা বাড়ি নিয়ে

গিয়েছিল। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার কালুপুর এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, 'মৃত বৃদ্ধার নাম সতীবালা বৈরাগী (৬৯)। বিচুলির গাদার মধ্য থেকে বাঁ হাতের আঙ্গুলে সাপে কামড়ে ছিল। দেহটি ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, এদিন সকাল দশটা নাগাদ ওই বৃদ্ধা একাই বাড়ি ছিলেন। তার দুই ছেলে কাজে গিয়েছিলেন। বাড়ির খড়ের গাদা থেকে বিচুলি বের করার সময় হাতের আঙুলে সাপে কামড় দেয়। এরপর স্থানীয়রা তাকে নিয়ে ছুটে যায় পার্শ্ববর্তী ওঝা সুভাষ মন্ডলের বাড়ি। ওঝা ওষুধ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বৃদ্ধাকে নিয়ে বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালে আসে তার পরিবার। হাসপাতালে আসার কিছু সময়ের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। ছেলে অনিমেষ বৈরাগী বলেন, "আমাদের গ্রামে কাউকে সাপে কামড়ালে প্রথমে সকলেই ওই ওঝা বাড়ি যায়। মাকে প্রথমে ওঝা বাড়ী নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে আমরা হাসপাতালে নিয়ে আসি। এই ঘটনায় আবার সাপের কামড়ে কুসংস্কারের বলির ঘটনা প্রকাশ্যে এলো। এদিন ওঝা সুভাষ মন্ডলকে বাড়ি না পাওয়া গেলেও তার মা সুমিত্রা মন্ডল জানিয়েছেন, "সুভাষ দাদুর কাছ থেকে সাপে কাটা রোগী, কুকুর, বিড়ালে কামড়ানো রোগীকে গাছ পাতা দিয়ে হাত চালান দিয়ে সুস্থ করার চিকিৎসা পদ্ধতি শিখেছিল। হাত চালান দিয়ে শিকড় বাকড় খাইয়ে রোগী সুস্থ করে। এদিন বৃদ্ধাকে আনার পর হাত চালান দেওয়া যাচ্ছিল না। তাই তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। ঘটনার পর বনদপ্তর খবর পেয়ে বিচুলির গাদার মধ্যে থেকে ওই সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তারা জানিয়েছে সাপটি গোখরো সাপ। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রদীপ সরকার বলেন, "আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রচার করি।

তৃতীয় পাতায়...

মুখ্যমন্ত্রীকে রানী মৌমাছির সঙ্গে তুলনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

প্রতিনিধি ঃ বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল গরু পাচারের অভিযোগে সি বি আই এর হাতে গ্রেফতার হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এবার বনগাঁর বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ ও জলপথ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রানী মৌ মাছি বলে কটাক্ষ করলেন। শনিবার স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদযাপনে যোগ দিয়ে ঠাকুরনগরে শান্তনু বলেন, "রানী মৌমাছি কখনো নিজে মধু আনতে যান না। তার হয়ে অন্য মৌমাছিরা মধু আনতে যায়। তবে মধুর ভাগ রানী মৌমাছির কাছে পৌঁছায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, "মুখ্যমন্ত্রী থেকেও অনুব্রতর প্রভাব অনেক বেশি ছিল দলের কাছে। নিয়মিত মাল পৌঁছে দিত। সে কারণেই দল ওর পাশে থাকতে এখন বাধ্য হচ্ছে। তাকে সেলটার দিচ্ছে।

দিন কয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনগাঁ জেলার নতুন নাম ইছামতি ঘোষণা করেছেন। শনিবার এই ইছামতি নামের তীব্র সমালোচনা করেছেন শান্তনু। তিনি বলেন, 'বনগাঁ একটা ঐতিহ্যবাহী জায়গা। ইছামতির নাম পাল্টানো না হলে আমরা বিদ্রোহ করবো। মুখ্যমন্ত্রী সাইকোলজিকাল সুবিধা নেওয়ার জন্য ইছামতি নাম ঘোষণা করেছেন। কারণ তিনি জানেন

তৃতীয় পাতায়...

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে মাইক বাজিয়ে পিকনিক, নিন্দায় সরব শাসক-বিরোধী, থানায় অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জমজমাট পিকনিক। আর তা চলল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে তারস্বরে মাইক বাজিয়ে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার ধর্মপুকুরিয়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। খবর পেয়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন এলাকার সব রাজনৈতিক দলের নেতা। গাইঘাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,ধর্মপুকুরিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সংলগ্ন নেতাজি সংঘ নামে একটি ক্লাব রয়েছে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ক্লাবের কর্মকর্তারা পিকনিকের আয়োজন করেছিল। পিকনিক উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে বাধা হয়েছিল প্যান্ডেল। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় রান্না। রাতে ক্লাবের ছেলেরা সেখানে গানের তালে কোমর দুলিয়ে ভুঁরিভোজ সেরে বাড়ি ফেরে।

চতুর্থ পাতায়...

দলীয় কার্যালয়ে কালী পুজোতে রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী তনুজা

প্রতিনিধি ঃ গোটা রাজ্যের পাশাপাশি বনগাঁ বিজেপি সাংগঠনিক জেলামহিলা মোর্চার উদ্যোগে হল মা কালীর পুজো। শনিবার বিকালে বর্ন্যাঢ্য শোভাযাত্রা করে শুরু হয় পূজোর কাজ। শোভাযাত্রায় অগ্রভাগে ছিল মহিলা ঢাকি এবং জাতীয় পতাকায় সেজে উঠেছিল শোভাযাত্রা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী তনুজা চক্রবর্তী সহ বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া, স্বপন মজুমদার সহ মহিলা কার্যকর্তারা।

জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কৃষ্ণনগরের তৃণমূল এমপি মহুয়া মৈত্র মাকালীকে নিয়ে সম্প্রতি মন্তব্য করেছিলেন। সেই মন্তব্যের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে কালীপুজোর আয়োজন করেছে বিজেপি। সেই কর্মসূচি-ই আজ বনগাঁ সংগঠনের জেলায় কালীপুজো। পূজো নিয়ে তনুজা দেবী দাবি করেন, আগামী দিনে যে লড়াই শুরু হতে চলেছে তাকে সামনে রেখে শক্তির আরাধনার জন্যই এই উদ্যোগ।

চতুর্থ পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ২২ ❐ ১৮ আগস্ট, ২০২২ ❐ বৃহস্পতিবার

দিশাহীন জীবিকার দিশা

''রাজসূয় যজ্ঞ শুরু হইয়াছে। জম্বু, শাল্মলী, প্লক্ষ প্রভৃতি দ্বীপ হইতে দলে দলে মুণি ঋষিগণ আগত হইতেছেন। তাঁহাদের আপ্যায়ণের জন্য রাজপুরুষেরা ব্যতিব্যস্ত হইতেছেন।'' — এগুলো পরশুরামের কথা। বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও যেন রাজসূয় যজ্ঞ, মতান্তরে রাজপুরুষ বধ যজ্ঞ শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে ঋষিরূপ ই.ডি, সি.বি.আই-এর আগমন হচ্ছে দিল্লী থেকে। তাদের আপ্যায়ণের জন্য নয়, তাদের ভয়ে পলায়নোদ্যত হয়েছে কিছু রাজপুরুষবর্গ। ভয়- এই ধরলো রে! কত কষ্টের সঞ্চিত ধন! এই নিয়ে নিল রে! যক্ষের মত আগলে রাখা ধন-সম্পত্তি সব কুক্ষিগত করে নিচ্ছে ই.ডি, সি.বি.আই। দিকে দিকে পালিত হয়েছে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব।' স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উৎসব। অথচ এমন দিনেও এই দেশে বুভুক্ষিত মানুষের সংখ্যা কম নয়। 'অচ্ছে দিন'- এর স্বপ্ন দেখিয়ে সিংহাসন দখল করে প্রথম সংস্কার হল নোট বন্দি। অথচ বর্তমান সময়ে বাজারে গেলে একটাও '২০০০' টাকার নোট চোখে পড়ে না। বড় নোট হয়ে এক শ্রেণীর মানুষের সুবিধাই হয়েছে বলতে হবে। কালো করে লুকিয়ে রাখতে সুবিধাই হচ্ছে যদি না ই.ডি, সি.বি.আই হানা দেয়। তাহলে সাধারণ মানুষের অর্থাৎ খেটে খাওয়া মানুষেরা কী পেল? শুধুই কী বঞ্চনা! নাকি সমব্যথী এর ২০০০ টাকা! কী হবে তাতে! সুষ্ঠু জীবন কীভাবে আসবে— এ ভাবনা কী রাজপুরুষদের মাথায় নেই! নাকি লঙ্কায় গিয়ে রাবণ হয়ে আত্মসাৎ করে চলেছে দীনদুঃখীদের কষ্টর্জিত অর্থ। ই.ডি, সি.বি.আই কী পারবে সব রাবণদের চিহ্নিত করে কালো টাকা উদ্ধার করতে! নাকি কেন্দ্র-রাজ্য সমঝোতার পথে হেঁটে ধীরে ধীরে সব শান্ত হয়ে যাবে! আর সাধারণ জনগণ চা-এর ঠেক্ সরগরম করবে আর বলবে— ''কেষ্টা বেটাই চোর।''

আমার সবাই ক্লাবের রক্তদান, স্বাস্থ্য শিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটার ছেকাটি গ্রামের তেরঙ্গা আমরা সবাই ক্লাবের সদস্যগণ গত ১১ ও ১২ আগষ্ট আয়োজন করে বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, স্বেচ্ছা রক্তদান, কৃতি ছাত্র- ছাত্রী সংবর্ধনা এবং সেই সঙ্গে মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।

দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিনা পরিশ্রমিকে উপস্থিত রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। বিশিষ্ট জেনারেল ফিজিসিয়ান ডাঃ সমীর কুমার মন্ডল জানালেন, দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধও দেওয়া হয়েছে। ১২ আগষ্ট স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে বনগ্রাম মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও কর্মীগণ ৩০ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন। ১৮ বৎসর সম্পূর্ণ হতেই জীবনের প্রথমবার রক্তদান করেন এবারের উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্রী নীলাঞ্জনা ঘোষ, রক্ত দেন শিক্ষক সুব্রত তরফদার, সমাজকর্মী সঞ্জয় হীরা, অন্যতম সংগঠক বিমল বিশ্বাস প্রমুখ।

এদিনের কৃতি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এলাকার কয়েকটি স্কুলের উচ্চমাধ্যমিকের বিভিন্ন বিভাগে সর্বোচ্চ মার্কস প্রাপক ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে উপহার স্বরূপ পুস্তক ও মিষ্টি তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উদ্যোক্তারা। এদিনের কৃতি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, বিশিষ্ট সমাজ কর্মী চন্দ্রকান্ত দাস, সুভাষ মন্ডল, চন্দন চক্রবর্তী প্রমুখ।

বিশিষ্ট জনেরা সকলে তাঁদের বক্তব্যে ছেকাটি তেরঙ্গা আমরা সবাই ক্লাবের সদস্যগণের সমাজসেবায় এই মহতী উদ্যোগ সমূহকে সাধুবাদ জানান। সন্ধ্যায় সুজ্জিত আলোকজ্জ্বল মঞ্চে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রানুষ্ঠানে এলাকার বহু সংস্কৃতি ও সংগীত প্রেমী মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

সভ্যতার আগ্রাসনে বন্যপ্রাণীরা আজ দিশেহারা

নির্মল বিশ্বাস

গত সপ্তাহের পর...

তাঁদের জীবন জুড়েই তো রয়েছে প্রকৃতিকে ভালবাসার কথা। আদিবাসীদের অনেক গোষ্ঠীর জীবনের অনেক পবিত্র প্রকৃতির সঙ্গে বেঁচে থাকা, তাই তাঁদের জীবন দর্শনের গোড়ায় সভ্যতার গর্বে গর্বিত সভ্য মানুষ তাঁদের রচনার কাল থেকে সচেতন ভাবেই ছেঁটে দিয়েছে এইসব গাথা। ফুল, ফল আর বণ্যপ্রাণী সভ্য মানুষের শুধুমাত্র রচনা, আলোচনা বা গবেষণার বিষয়বস্তু।

এভাবেই বোধহয় সম্পূর্ণ হতে থাকে বৃত্ত। পূর্ণ হতে থাকে সঞ্চয়ের পাত্র। মানুষের যে ক্ষোভ এ রাজ্য তো বটেই, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেই অশান্তির আগুন জ্বলছে। তার পেছনেও কি নেই সভ্যতার এবং সভ্য মানুষের এই ধরনের চাতুর্য্য বা ছলনার ইতিহাস? যে দর্শন অরণ্যের গোটা পারিপার্শ্বিকতাকে বিনষ্ট করে, তাকেই কি সভ্যতা বলে? জীবন জগৎকে, যার মধ্যে মানুষ আছে, বিপর্যস্ত করে গড়ে তোলে তার প্রাচুর্যের প্রাসাদ। ইতিহাসের, বলা ভাল ইতিহাস বিজ্ঞানের সমাপাতনে প্রকৃতি আর মানুষের বঞ্চনা একই সুরে প্রশ্ন তোলে সেই দিকেই। প্রশ্নের মুখোমুখি সকলেই। সে প্রশ্নের উত্তর বোধহয় সভ্যতার কাছে আজ আর নেই।

কাজেই আজও জড়িয়ে থাকে প্রকৃতি। থাকে ফুল, ফল আর বণ্যপ্রাণীরা। আর

সমাপ্ত...

গাইঘাটার দিকে দিকে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

প্রতিনিধিঃ ১৫ আগষ্ট দেশের স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষ পূর্তি উৎসব (আজাদী কা অমৃত মহোৎসব) দেশের সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারেই উদ্‌যাপিত হয়। বিগত বৎসরগুলির মতো স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে গত ১৪ আগষ্ট স্বেচ্ছা রক্তদান ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গাইগাটার তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিন মোট ১৬১ জন তৃণমূল কর্মী-সমর্থক স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উদ্যোক্তা ও রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে উপস্থিত হন রাজ্য বিধানসভার বিধায়ক নির্মল ঘোষ, বিশ্বজিৎ দাস, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি কৃষ্ণগোপাল ব্যানার্জী, কর্মাধ্যক্ষ রেহেনা খাতুন, সদস্য সুভাষ রায়, পম্পা বিশ্বাস, দলনেতা শ্যামল রায়, শ্যামল বিশ্বাস প্রমুখ। গাইঘাটার বর্ষিয়ান তৃণমূল নেতা গোবিন্দ দাস রাত ১২টায় ১৯৪৭ এ স্বাধীনতা লাভের পুণ্যক্ষণে দলীয় কার্যালয় অঙ্গনে ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

ঢাকুরিয়া কিশলয় সংঘ এবারও সাড়ম্বরে স্বাধীনতা দিবস পালন করে। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক, শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান, ক্লাব সভাপতি দিলীপ দাস, সাগর রায়, ছিলেন শিক্ষক ও সমাজকর্মী শ্যামল বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্যা পম্পা বিশ্বাস প্রমুখ। ক্লাব সম্পাদক দেবপ্রসাদ বালা সকলকে স্বাগত জানান।

এদিন চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ সাড়ম্বরে ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সুসজ্জিত ট্যাবলো, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করেন বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীগণ। চাঁদপাড়ার কে জি গ্রুপ এদিন এলাকার ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। চাঁদপাড়ার কলরব সাংস্কৃতিক সংস্থা ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজন করে। এদিনের নিম্নচাপের অঝোর ধারাকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন, গ্রন্থাগার, রেল স্টেশান, স্কুল, কলেজ সহ সর্বত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন সহ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষ উদ্‌যাপন করে।

মণ্ডলপাড়ায় বিজেপীর রাখী বন্ধন উৎসব

সমাচার ঃ গত ১১ আগষ্ট সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের রাখী বন্ধন উৎসবের আয়োজন করে ভারতীয় জনতা পার্টির চাঁদপাড়া পূর্ব মণ্ডল কমিটির মণ্ডলপাড়া ইউনিটের কর্মী-সমর্থকগণ। এদিন সকালে মণ্ডলপাড়া বাসস্ট্যান্ড ও বাজার সংলগ্ন এলেকায় স্থানীয় নেতা ও কর্মীগম সমবেত হয়ে পথচলতি মানুষ, ভ্যান চালক, অটো- টোটো চালক, বাজার ব্যবসায়ি সহ এলেকার সাধারণ মানুষজনের হাতে ভালোবাসার রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন বলে জানান, স্থানীয় বিজেপি নেতা প্রসেনজিৎ মণ্ডল।

মণ্ডলপাড়ার দলীয় কর্মীগণ আয়োজিত এদিনের রাখীবন্ধন উৎসবে দলের বিশিষ্ঠ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক স্বপন মজুমদার। জেলা সভাপতি রামপদ দাস, স্থানীয় নেতৃত্ব প্রসেনজিৎ মণ্ডল, গোবিন্দ বিশ্বাস, সঞ্জয় মালাকার দেবু মণ্ডল প্রমুখ। নেতৃত্ব রাখী বন্ধনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং দলীয় কর্মীদের এই কর্মসূচীকে স্বাগত জানান।

বিষয়- বিজ্ঞান

কাঁচের বাল্ব যখন রাতকে দিন করল

অজয় মজুমদার

'স্যার হাম ফ্রি ডেভি' বৈদ্যুতিক আর্ক ল্যাম্প আবিষ্কার করেন ১৮০৭ সালে। কিছুটা ব্যবধানে রাখা দু'খন্ড চারকোলকে অতি শক্তিশালী ব্যাটারির দুই মেরু প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করে তিনি তীব্র আলোক সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

১৮৭৬ সালে রাশিয়ান যন্ত্রবিদ 'জ্যাবলোচফ্র ' এই আর্ক ল্যাম্পের উন্নতি বিধান করেন বটে, তবে আলোক সৃষ্টির এই মাধ্যম তখনও ব্যবহার উপযোগী হয়ে ওঠেনি। ১৮৭৯ সালে সফল বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করেন এডিশন, তড়িৎ এর সাহায্যে আলোক সৃষ্টির পথ সর্বপ্রথম সুগম করে দেন। এডিশন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। তিনি ছিলেন পুরোপুরি যন্ত্রবিদ। তাঁর নাটকীয় বৈচির্ত্র্যময় জীবন- কাহিনী সবারই জানা। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এডিশন ছিলেন বৈদ্যুতিক বাতির জনক। বিজলী বাতির ক্ষেত্রে এতদিন কি কি গবেষণা হয়েছে, কতটা অগ্রসর হয়েছে— এডিসন তা জানতেন।

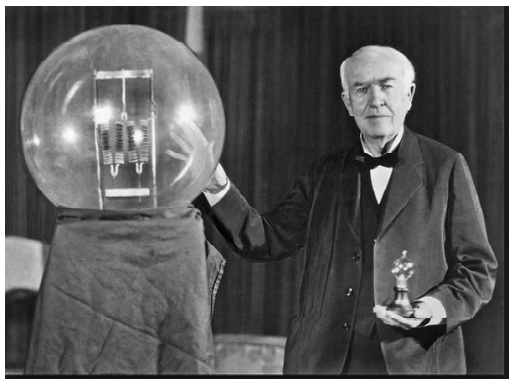

১৮৭৬ সালে এডিশন আমেরিকার নিউজার্সির মেনলো পার্ক নামে এক শহরে চলে আসেন। সেখানে তৈরি করেন নিজের বাড়ি এবং সুন্দর একটি ল্যাবরেটরী। তারপর সেই ল্যাবটরীতে বসে বছরের পর বছর ধরে বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবনের কাজে লেগে থাকেন।

এডিশনের জানা ছিল যে বৈদ্যুতিক রোধ থেকেই সৃষ্টি হয় আলো। আর আলো সৃষ্টির সময় তাপের উদ্ভব হয়। কোন পরিবাহী তড়িৎ প্রবাহের পথে যে বাধা সৃষ্টি করে, তাকেই বলা হয় পরিবাহীর রোধ। এডিশন স্থির করলেন যে, রোধটিকে এমন ব্যবধানে সাবধানে রাখতে হবে, যাতে করে সেটা পুড়ে না যায়। তাই খুব সরু তারের একটি বর্তনী তিনি তৈরি করলেন। সেই বর্তনীর রোধ খুব বেশি। ওই সরু তার কুন্ডলি হল ফিলামেন্ট। তড়িৎপ্রবাহ চালনার সঙ্গে সঙ্গেই ফিলামেন্ট উত্তপ্ত হয়ে জ্বলতে লাগলো। পাওয়া গেল উজ্জ্বল আলো। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই সেটা ছিঁড়ে গেল। আর আলো পাওয়া গেল না।

এডিশন তারপর স্থির করলেন যে বায়ুশূন্য স্থানে ফিলামেন্টটি জ্বালবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি একটি কাঁচের গোলক তৈরি করলেন। তার মধ্যে রাখলেন প্লাটিনামের ফিলামেন্ট। কাঁচ গোলকের মধ্য থেকে পাম্প করে বাতাস বের করে নিয়ে বর্তনীর মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে ফিলামেন্ট আলো জ্বলতে লাগলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ফিলামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে আলো নিভে গেল।

এডিশন তখন বুঝলেন যে, তিনি ঠিক পথেই চলেছেন। সমস্যাটা কেবল ফিলামেন্ট তৈরির উপযুক্ত উপাদান খুঁজে পাওয়া। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য এডিশন তখন থেকে একে একে নানা ধাতুর তার, বাঁশের তন্তু, এমনকি মানুষের মাথার চুল পর্যন্ত নিয়ে পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। ধাতু বাদে আর সব জিনিসে কার্বনের প্রলেপ লাগিয়ে ফিলামেন্ট হিসাবে ব্যবহার করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: সেই সব ফিলামেন্ট এতই ভঙ্গুর হল যে তা দিয়ে কাজ চালানো কঠিন হয়ে উঠল।

বাল্বের ফিলামেন্টের উপযুক্ত উপাদান খুঁজে বের করার জন্য এডিশন অনেক অর্থ ব্যয় করলেন এবং অনেক বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করলেন। অবশেষে তিনি তুলো থেকে তৈরি সুতোকে বিশেষ উপায়ে পুড়িয়ে অঙ্গারীভূত করে তাই দিয়ে ফিলামে ন্ট তৈরি করে পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করলেন। বিশেষভাবে প্রস্তুত সেই ফিলামেন্ট সহজে ছিঁড়ল না। একটানা ৪৫ ঘন্টা ধরে জ্বললো।

১৮৭৯ সালে ' নিউইয়র্ক হেরাল্ড ' পত্রিকায় বেশ ফলাও করে এডিশনের সাফল্যের কাহিনী প্রকাশিত হলো। সংবাদের শিরোনামে লেখা হলো— "পৃথিবীর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। বৈদ্যুতিক আলোর জন্ম। কাচের বাল্ব রাতকে দিনের মতো আলোকিত করছে। "এ সংবাদ জনগণের মধ্যে রীতিমতো সাড়া জাগালো। কেউ বিশ্বাস করলো, কেউবা করলো না।

এডিসন তখন ঘোষণা করলেন যে, নববর্ষ উপলক্ষে মেনলো পার্কে তিনি একটি উৎসবের আয়োজন করেছেন। যে কেউ ইচ্ছা করলে সেই উৎসবে যোগ দিতে পারেন। ৩০০০ মানুষ সেই উৎসবে সে দিন যোগ দিলেন। ৫০০ পাওয়ারের অনেকগুলো বাল্ব জ্বালিয়ে উৎসবের স্থান আলোকিত করলেন এডিশন। তাই দেখে জনতা বিস্ময়ে অভিভূত হলো। কেউ কেউ বা আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। এমন তাজ্জব ব্যাপার এর আগে কেউ কখনো দেখেনি।

এডিসন ছিলেন দক্ষ কারিগর ও পাকা ব্যবসাদার। তিনি বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবন করেই ক্ষান্ত হলেন না, অর্ডার সাপ্লাইও করতে লাগলেন।

চিরন্তন এর রাখী বন্ধন উৎসব

সজ্জিত সাহা ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবার ও সাড়ম্বরে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করে নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল চিরন্তন। ১২ আগষ্ট সকালে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ মোড়ে সংস্থার সদস্য সপ্তর্ষি দাস ও গর্বিতা দাস সহ সদস্যদের সমবেত কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সংগীতের মধ্যে দিয়ে রাখী বন্ধন উৎসবের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণে সংস্থার প্রাণ পুরুষ অজয় দাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে দিনটির তাৎপর্য ব্যখ্যা করেন। রাখী বন্ধন উৎসবের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক।

সংস্থার সদস্যগণ ২নং রেলগেট চত্বরে পথ চলতি মানুষজনের হাতে সম্প্রীতির রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান। সকলকে মিষ্টি মুখও করানো হয়। সংস্থার সদস্যগনের সংগীত, আবৃত্তি এবং কথায় কবিতায় চিরন্তন অয়োজিত এদিনের রাখী বন্ধন উৎসব বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

হেলেঞ্চা কলেজে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' পালিত

চিফ রিপোর্টার : বাগদা ব্লকে কর্মরত বিএসএফের ৬৮ নং ব্যাটলিয়ন ও ১০৭ নং ব্যাটলিয়নের দু'দুজন কমান্ডেন্ট

যথাক্রমে যোগেন্দ্র আগরওয়াল ও সুনিল কুমারের উপস্থিতে সমৃদ্ধ হল হেলেঞ্চা ড. বি.আর.আম্বেদকর শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' তথা ভারত বর্ষের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন। সমস্ত ভারতবাসীর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই দিবসটি বেশ সাড়ম্বরে উদযাপন উপলক্ষে এদিন উক্ত কলেজে কমান্ডেন্ট যোগেন্দ্র আগরওয়াল ও সুনিল কুমারের সাথে উপস্থিত ছিলেন, বিএসএফের টু.আই.সি ওপি শর্ম্মা, ডি.সি বীরবল সাহেব সহ বেশ কয়েক জন এ.সি, ডি.আই.বি, অসংখ্য বি.এস.এফ জওয়ান। এছাড়াও এদিন বিএসএফের অফিসারদের সাথে উপস্থিত ছিলেন কলেজটির রূপকার কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ. চিত্তরঞ্জন দাশ, অধ্যাপক অধ্যাপিকা, ছাত্র ছাত্রীরা সহ কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি তরুণ ঘোষ, সদস্য রাম চন্দ্র বোস, সমাজ সেবক আনারুল দফাদার, সাংবাদিক উত্তম কুমার সাহা প্রমূখ। কলেজ প্রাঙ্গনে পৌঁছে বি.এস.এফের কমান্ডেন্টদ্বয় যৌথ ভাবে উত্তোলন করেন ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা। মাল্যদান করেন ড. বি.আর.আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতেও। তারপর অনুষ্ঠান কক্ষে অতিথিগনের উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। বরণ করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ. চিত্তরঞ্জন দাশ। পরে দেশাত্ববোধক সঙ্গীতের তালে নৃত্য ও সেল্ফ ডিফেন্সে তাইকন্ডো শো প্রদর্শন করে কলেজের ছাত্রীরা যা বিশিষ্ট অতিথিগন কর্তৃক প্রশংসিত হয়। স্বাধীনতার প্রকৃত সারমর্ম ও তার যথযথ মূল্যায়ন এবং আমাদের জাতিকে সর্বদা প্রথম সারিতে রাখার সংকল্প করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন, কলেজের অধ্যক্ষ্য ডঃ. চিত্তরঞ্জন দাশ ও কমান্ডেন্টদ্বয় যথক্রমে যোগেন্দ্র আগরওয়াল ও সুনিল কুমার। বর্নাঢ্য অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দ্বায়িত্বে ছিলেন কলেজের সাংস্কৃতিক উপসমিতি এবং সার্বিক সহযোগিতায় ছিল কলেজের ছাত্রকল্যাণ উপসমিতি।

স্বাধীনতা দিবসে মূর্তি প্রতিষ্ঠা

নীরেশ ভৌমিকঃ দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিদ্যালয়ে ৪জন মণীষীর আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল গাইঘাটার ঝাউডাঙ্গা সম্মিলনী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু'র আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয় বিদ্যালয় ভবনের প্রবেশ দ্বারের পাশেই। মূর্তি প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক কালীরঞ্জন রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি রঞ্জিত বিশ্বাস, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণও। প্রধান শিক্ষক কালিরঞ্জনবাবু জানান, বিদ্যালয়ে একসাথে ৪জন

মহাপুরুষের মূর্তি স্থাপন করতে পেরে নিজেদেরকে ধন্য ও গর্বিত মনে করছি।

পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন

মুখ্যমন্ত্রীকে রানী মৌমাছির সঙ্গে তুলনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

প্রথমপাতার পর...

কেন্দ্র ইছামতি নদীর খনন কাজ করবেন। আর দু চার মাসের মধ্যেই কাজ শুরু হবে। তখন মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে বোঝাবেন এই কাজ তিনি করছেন। সে কারণেই এই নামটা উনি দিয়েছেন।

এদিন শান্তনু ঠাকুর, গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরসহ শতাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থক ঠাকুরনগর স্টেশন থেকে বাইকে চেপে এলাকায় এলাকায় ঘোরেন। শান্তনু বলেন, গাইঘাটা থানার মোড় হয়ে মছলন্দপুর ঘুরে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ আমরা মানুষের সঙ্গে সংযোগ করব। হর ঘরমে তিরঙ্গা বার্তা দেবো।

শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠীর নাট্য মিলন উৎসবে মঞ্চস্থ হল ৯টি নাটক

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৩-১৫ আগষ্ট শ্রীনগর হাবড়া নাট্যমিলন গোষ্ঠীর বার্ষিক নাট্য মিলনোৎসব-২১ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল গোবরডাঙ্গার শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে অয়োজিত নাট্যোৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গোবরডাঙ্গার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত। মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন ও হাবড়ার নৃত্যপ্রভা ড্যান্স একাডেমীর শিল্পীদের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

অন্যান্য বিশিষ্ট জনেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য নাট্যব্যক্তিত্ব কনক মুখার্জী, সুরজিৎ সিনহা ও হরপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রমুখ। সংস্থার কর্ণধার দিলীপ ঘোষ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার সদস্যগণ উপস্থিত বিশিষ্ট জনদের পুস্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে নিয়মিত নাট্যচর্চা ও প্রসারে হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠীর প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। অন্যতম সংগঠক সংস্থার সভাপতি দিলীপ বাবু বলেন, জাতীয় চেতনা জাগরনের সাথে সাথে নাট্য চেতনাও সাধারণ মানুষের মধ্যে সমানভাবে উদয় হয়। এর প্রসার ঘটানোই নাট্যকর্মীদের প্রধান কাজ। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষে (আজাদী কা অমৃত মহোৎসব) আয়োজিত নাট্যোৎসবে অভিনীত প্রতিটি নাটক সনবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। বিশিষ্ট নাট্যাভিনতো সৌমেন দাসের পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

উৎসবের প্রথম নাটক মহিষাদল শিল্পকৃতি পরিবেশিত রুদ্ধশ্বাস নাটক অদেখা অন্ধকার, দ্বিতীয় নাটক কাচরাপাড়া ফিনিক-এর বাস্তবধর্মী নাটক ওরা নন্দিনীরা, এদিনের শেষ নাটক সালকিয়া হাওড়ার সৃষ্টি পরিবেশিত কৌতুক নাটক ভগবানও ভুল করে। দ্বিতীয়দিন শুরুতেই কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত মঞ্চসফল নাটক সলুসান, দ্বিতীয়নাটক কাকদ্বীপ নোনা থিয়েটার পরিবেশিত সম্পর্ক, এদিনের তৃতীয় নাটক গোবরডাঙ্গা নাট্যায়ন প্রযোজিত নতুন নাটক বদনাম। উৎসবের শেষ দিনের শুরুতে বাটানগর প্রেক্ষাপট মঞ্চস্থ করে দর্শক প্রশংসিত নাটক ব্লাক হোল, দ্বিতীয় নাটক নৈহাটির গরিফা নাট্যায়ন প্রযোজিত অরণ্য সংবাদ, উৎসবের শেষ দিনে হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'জন্মদিনে' সমবেত দর্শক সাধারণের প্রশংসা লাভ করে। নাট্যানুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকল নাট্যকর্মীগণের সমবেত কণ্ঠে গাওয়া জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শ্রীনগর নাট্যমিলন গোষ্ঠীর নাট্যোৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

স্বাধীনতা দিবসে দত্তপুকুর দৃষ্টির স্যালুট ডে উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও গত ১৫ আগষ্ট যথাযথ মর্যাদা সহকারে স্যালুট ডে উদ্‌যাপন করে জেলার অন্যতম নাট্যদল দত্তপুকুরের দৃষ্টি নাট্য সংস্থার সদস্যগন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা জানাতে দৃষ্টি নাট্য সংস্থার সদস্যগণের এই মহতী উদ্যোগ বলে জানালেন সংস্থার প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। অন্যান্য বছরের মতো এবারও নাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমেই স্বাধীনতার যোদ্ধাদের স্মরন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। বুদ্ধদেব বাবু জানান, গত ২০০৬ সালে থেকেই তাঁরা এই স্যালুট ডে পালন করে আসছেন। দত্তপুকুরের বুলবুল কমিউনিটি হলে আয়োজিত নাট্যানুষ্ঠানে এদিন মোট ৫ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। হাবড়া নান্দনিক মঞ্চস্থ করে 'বড় খবর', বসিরহাট কিংশুক পরিবেশন করে সকলের ভালোলাগার নাটক 'ময়নামতীর ইতিকথা'

গোবরডাঙার নাবিকের রূপক নাটক 'অথঃ বৃষ মঙ্গল কথা' সমবেত দর্শকদের মুগ্ধ করে।

আয়োজক সংস্থা দৃষ্টি মঞ্চস্থ করে মহিলাদের কাহিনী নিয়ে মহিলা অভিনীত নাটক জোনকিরা ও অথঃ কন্যা কথা। নাটক দুটি সমবেত দর্শক সাধারন উচ্চসিত প্রশাংসা লাভ করে । দৃষ্টি নাট্য সংস্থা আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে নাটক ছাড়াও ছিল মছলন্দপুরের ইমন মাইন সেন্টার পরিবেশিত মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান। উদ্যেক্তারা এদিন উপস্থিত সাংবাদিকগণকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সব কিছু মিলিয়ে দৃষ্টি নাট্য সংস্থা আয়োজিত এদিনের স্যালুট ডে উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

কুসংস্কারের বলি বৃদ্ধা

প্রথমপাতার পর...

অন্যান্য সংগঠনের পক্ষ থেকেও সাপে কামড়ালে আগে হাসপাতালে নেয়ার প্রচার নিয়মিত চালানো হয়। কিন্তু এরপরেও এমন ঘটনা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে গ্রামে গ্রামে আরো প্রচার চালানো দরকার।

সম্প্রতি বনগাঁ থানার পুরাতন বনগাঁ এলাকায় এক সাপে কাটা গৃহবধুকে ওঝা বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। ওঝা বাড়িতে ওষুধ পত্র খেয়ে বাড়িতে আসার পর তার মৃত্যু হয়েছিল। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সচেতনতামূলক নিয়মিত প্রচার করা হয়। সাপে কাটলে কোন ওঝা গুণিনের কাছে যাবেন না। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতলে যাবেন। সেই প্রচার যে কিছু মানুষের মধ্যে এখনো পৌঁছায়নি, তা কালুপুরের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

যশোর রোডে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে জখম মহিলা

প্রথমপাতার পর...

শুরু হয়েছে এবং সেই কাজও চলছে। তারই মধ্যে এই ঘটনায় ফের বিপত্তি ঘটলো চাঁদপাড়ায়। এই বিষয়ে ক্ষুদ্ধ স্থানীয়রা বলেন, "এর আগেও বেশ কয়েকবার শিরীষ গাছের ডাল ভেঙে পড়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, তার পরেও হুশ ফেরেনি প্রশাসনের। ডাল ভেঙে পড়লে কিছুদিন গাছের ডাল কাটার কাজ চলে, কিন্তু তারপর তা বন্ধ হয়ে যায়।" খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গাইঘাটা থানার পুলিশ। রাস্তা পরিষ্কারের কাজ শুরু করেন।

স্থানীয় মৌমিতা মজুমদার নামে এক মহিলা বলেন "রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখি মরমর করে ডালটি ভেঙে পড়ল। আমাদের দাবি শুধু ডাল কাটলেই হবে না গাছ ও কাটতে হবে। কারণ গাছগুলি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। অবরোধকারীদের দাবি আগের বার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও প্রশাসন প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। গাছ চিহ্নিতকরণ করা হলেও লোক দেখানো দু একটি ডাল কাটা হয়েছে। আমরা চাই দ্রুত সমস্ত ডাল কাটতে হবে।

বনগাঁ থেকে বারাসাত পর্যন্ত যশোর রোডে দুপাশে অসংখ্য মরা এবং বিপদজনক গাছের ডাল রয়েছে। তার তলা দিয়েই মানুষ জীবনে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন। গোবিন্দ মন্ডল নামে এক গাড়ি চালক বলেন "আর কত দুর্ঘটনা আমরা দেখব। এরপরেও কি প্রশাসন নড়েচড়ে বসবে না। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার স্নেহাশীষ সিকদার বলেন "আদালতের নির্দেশে গাছ কাটা বন্ধ আছে। এখন বিপদজনক ও মরা গাছ সনাক্তকরণ ও কাটার কাজ চলছে।"

গাইঘাটার মধুসূদনকাটি সমবায়ে ইফকোর আলোচনা সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ ইফকো ফার্মার্স ফাটিলাইজার কো-অপারেটিভ লিমিটেড (IFFCO) এর উদ্যোগে এলেকার বিভিন্ন অঞ্চলের সমবায় সমিতি কর্তৃপক্ষ, সার ব্যবসায়ি প্রমুখদের নিয়ে এক প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হল গত ১৮ আগষ্ট। জেলা তথা রাজ্যে সেরা এবং জাতীয় পুরস্কার ভূষিত গাইঘাটার মধুসূদন কাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সভা গৃহে সমিতির সভাপতি কৃষক পরিবারের সন্তান বিশিষ্ট সমাজকর্মী কালিপদ সরকারের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এদিনের সভায় ইফকোর বিশিষ্ট আধিকারিকগণের মধ্যে ছিলেন রাজ্যের বিপনন প্রবন্ধক স্বপন রায়, বিনয় ত্রিপাঠি, সুজিত মন্ডল, জেলার অন্যতম ফিল্ড অফিসার রীতেশ ঝা, ছিলেন সমিতির সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস, ম্যানেজার গোবিন্দ ঘোষ ও গাইঘাটার মার্কেটিং কো- অপারোটিভ সোসাইটির সম্পাদক অমল বিশ্বাস সহ ব্লকের বিভিন্ন সমবায় সমিতির প্রতিনিধিগণ। উদ্যোক্তারা উপস্থিত সাংবাদিকগণ সহ সকল বিশিষ্ট জনদের পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন। বিভিন্ন সমিতির প্রতিনিধি ও কৃষক ও এলাকার সার ব্যবসায়িদের সামনে ইফকোর আধিকারিকগণ ইফকোর সাগরিকা, ন্যানো ইউরিয়া ও পটাসিয়াম সালফেট ইত্যাদি সারের গুনমান তুলে ধরেন।

প্রতিলিটার জলে ৪ মিলি ন্যানো ইউরিয়া মেশালেই চলে এবং ন্যানো ইউরিয়া এক বস্তা ইউরিয়া সারের সমান কাজ করে। ইফকো এম সির পন্য ক্রয় করলে বিনামূল্যে ব্যক্তিগত বীমা পাবার সুযোগ রয়েছে বলে জানান। ফিল্ড অফিসার মিঃ ঝা বলেন, বর্ষাকালীন সময়ে পটল, লংকা- বেগুন ইত্যাদি সবজিকে ল্যাদা পোকার হাতে থেকে বাঁচাতে ইফকোর কোনারসু ব্যাবহার করা যাবে। তরল ন্যানো ইউরিয়া পরীক্ষিত। হিউমেটসু, সামাগো, সুরুগা ইত্যদির পর ন্যানো আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির হাতিয়ার। বর্তমানে ন্যানো নতুন প্রযুক্তির সার তৈরি করেছে। ন্যানো ইউরিয়া গাছের পাতায় স্প্রে করলেও ভালো ফল পাওয়া যায় বলে রীতেশ বাবু আরোও জানান। ইফকোর স্টেট মার্কেটিং ম্যানেজার স্বপন রায় তাঁর বক্তব্যে জানান, সারের জগতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। তা এনেছে ইফকো। কিন্তু চাষিদের নিকট তার সবটা এখনও পৌঁছায়নি। উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে শ্রী রায় বলেন, আপনাদের মাধ্যমেই তা কৃষকদের কাঁছে পৌঁছাবে। ২০২৫ সালের মধ্যে দানা ইউরিয়ার ব্যাবহার অনেকটাই কমে যাবে। সেই জায়গা পূরণ করবে ন্যানো ইউরিয়া।

এটা ভারত সরকারেরই একটি পরিকল্পনা। গত ১৫ আগষ্ট দেশের ৭৬ তম বর্ষের স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ভাষণে সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সারমন্ত্রী মনসুখ মন্ডাভিয়া সেই লক্ষ্যেই কাজে করে চলেছেন। বিশিষ্ট সমবায়ী, কৃষক পরিবারের সন্তান, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সভাপতি কালিবাবু সমাপ্তি ভাষণে বলেন, জমিতে কেমিক্যাল ফাটিলাইজার এর ব্যাবহার কমাতে হবে। জমি বাঁচাতে সেই জায়গায় বায়ো সারের ব্যাবহার বাড়ানো প্রয়োজন, জমি ও কৃষকের স্বার্থে সেই কাজটাই করে চলেছে ইফকো।

ঢাকুরিয়ার ক্রিকেট টিম দিল্লীতে

সঞ্জিত সাহা ঃ চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া হাইস্কুল মাঠে বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষক প্রতীক বিশ্বাসের নিয়মিত ক্রিকেট প্রশিক্ষণ

গ্রহন করে ঢাকুরিয়া ড্রিম ইলেভেন টিমের প্রশিক্ষনার্থী খেলোয়াড়গণ।

সম্প্রতি তাঁরা রাজধানী দিল্লীর একটি ক্রিকেট সংস্থা ক্রিক ফাইন ক্রিকেট একাডেমি থেকে টুর্নামেন্ট খেলার আমন্ত্রন পান। ঢাকুরিয়া টিমের পরিচালক খেলোয়াড়দের সাথে কথা বলে সেই আমন্ত্রনে সাড়া দিয়ে দিল্লীতে খেলতে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। গত ১৪ আগষ্ট ঢাকুরিয়া হাইস্কুল প্রাঙ্গনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে খেলোয়াড় অভিভাবকগণের উপস্থিতিতে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানে খেলোয়াড়দের হাতে নতুন জার্সি তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ঢাকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্তশিক্ষক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক। অধিনায়ক প্রতীক বাবু জানান, আগামী১৭ আগষ্ট তাঁরা দিল্লী যাত্রা করবেন।

দিল্লীগামী ঢাকুরিয়া ড্রিম ইলেভেন টিমে রয়েছে প্রতীক বিশ্বাস (অধিনায়ক), শুভদীপ বসু (সহ অধিনায়ক), খেলোয়াড় অঙ্কন হালদার, বাসুদেব পাল, শমীক গোলদার, প্রান্ত সাহা, ধীরাজ বিশ্বাস, অরিজিৎ মন্ডল, সেখ সাজিদ হোসেন, প্রীতম ঘোষ, সূর্য ঘোষ ও সাত্ত্বিক ভৌমিক।

অধিনায়ক প্রতীক বাবু আরোও জানান, তাঁরা দিল্লীতে ৫ টি ম্যাচ খেলবেন। ভালো খেলোয়াড়গণ দেশে এবং বিদেশেও খেলার সুযোগ পাবেন। রাজধানী দিল্লীতে খেলতে যাওয়া খেলোয়াড়দের মধ্যে এদিন বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

গাইঘাটায় যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় সেরা ঘোঁজা হাইস্কুল

নীরেশ ভৌমিক ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিষদীয় বিষয়ক বিভাগের নির্দেশে সারা রাজ্যে চলেছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে যুব সংসদ প্রতিযোগিতা ২০২২-২৩। গত ১৭ আগষ্ট ঠাকুরনগর পি আর ঠাকুর সরকারি মহাবিদ্যালয় অঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে গাইঘাটা ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতি আয়োজিত যুব সংসদ প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। উদ্বোধন করেন গাইগাটা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সঞ্জয় সেনাপতি। ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ স্বপন সরকার ও গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শিক্ষিকা রাজশ্রী গুহ, জেলা পরিষদ সদস্যা পম্পা বিশ্বাস, ব্লকের সমাজ কল্যাণ আধিকারিক বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক ড. চিত্ত সেন প্রামানিক ও ঠাকুরনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজিতেশ বিশ্বাস সহ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষগণ। কলেজের শিক্ষার্থী ও জাতীয় সেবা প্রকল্পের (NSS) সদস্য স্বেচ্ছাসেবকগণের সমবেত কণ্ঠে গাওয়া আলোকেরই এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও... সংগীতের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান ও কর্মসূচীর সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণে বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আয়োজিত কর্মসূচীর সার্থকতা কামনা করেন। উপস্থিত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের মধ্য

থেকে ভবিষ্যতে কেউ সেরা রাজনীতিবিদ হতে পারেন, আবার কেউ বা আইন সভার সদস্য হয়ে দেশের কল্যাণে কাজ করতে পারেন।

এদিনের অনুষ্ঠিত যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় ব্লকের ৮টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ অংশ নেয়। প্রথমস্থান অর্জন করে ঘোঁজা হাইস্কুল আর দ্বিতীয় স্থান লাভ করে ঠাকুরনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিযোগী শিক্ষার্থীরা। এছাড়া তাৎক্ষনিক বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। সফল প্রতিযোগীগণের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী সেরা অধ্যক্ষ, সেরা সচিব, সেরা বিরোধী দলনেতা ইত্যাদি পদে অংশগ্রহনকারীগণকে পুরস্কৃত করা হয়। সমাজকল্যাণ আধিকারিক বিশ্বজিৎ ঘোষ জানান, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় শুধুমাত্র প্রথমস্থানাধিকারীগণ পরবর্তী জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করতে পারবেন। এদিনের সমগ্র কর্মসূচীকে সার্থক করে তুলতে কলেজের অধ্যক্ষ স্বপন সরকার ও ঠাকুরনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজিতেষ বিশ্বাসের প্রয়াসকে সকলে অভিনন্দিত করেন।

তৃণমূলের 'খেলা হবে' দিবসে ফুটবল টুর্নামেন্ট

উত্তম সাহা : তৃনমুল কংগ্রেস সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে গতবছরের ন্যায় এবছরও বাগদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ও যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গত ১৬ই আগস্ট খেলা হবে দিবস উদযাপিত হল বাগদা ব্লকে।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে বাগদা ব্লকের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮টি ফুটবল টিম এক নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নেয়। এই অনুষ্ঠানে তৃনমুল কংগ্রেসের বিশিষ্ঠ নেত্রবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বনগাঁ সংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শ্যামল রায়, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সন্দীপ দেবনাথ সহ বাগদা ব্লক ও আঞ্চলিক নেতৃত্ব গন।

মৃদঙ্গম-এর রাখীবন্ধন ও স্বাধীনতা দিবস

নীরেশ ভৌমিক ঃ দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল মৃদঙ্গম। সারা দেশ জুড়ে উদ্‌যাপিত 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব' এর থিমকে কেন্দ্র করেই মৃদঙ্গম-এর সদস্য সদস্যাগন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেতে ওঠেন। সংস্থার ছোট-বড় সকল সদস্যগণ সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। পরিবেশিত হয় গীতি আলেখ্য। এছাড়াও গত ১২ আগস্ট মৃদঙ্গম এর সদস্যগণ গোবরডাঙ্গা বাজার এলেকায় রাখী বন্ধন উৎসবে মিলিত হন এবং ছোট-বড় সকল সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে এবং পথ চলতি মানুষজনের হাতে রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও কথায়- কবিতায় মৃদঙ্গম আয়োজিত রাখি উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বর্ণমালার রাখী বন্ধনে বহু মানুষের সমাগম

প্রতিনিধি ঃ অন্যান্য বছরগুলির মতো এবারও মহা সমারোহে রাখীবন্ধন উৎসবের আয়োজন করেন ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন বর্ণমালা আর্ট এন্ড কালচারাল একাডেমীর সদস্যগণ। গত ১২ আগষ্ট সকালে বর্ণমালা ভবন সংলগ্ন বড়া গ্রামের চৌমাথায় আয়োজিত উৎসবে সদস্যরা সকলে সামিল হন। একাডেমীর প্রাণপুরুষ শিক্ষক ইন্দ্রনীল ঘোষের নেতৃত্বে সদস্যগণ রাখীবন্ধন উৎসবে মেতে ওঠেন। উৎসবে সামিল হন গ্রামবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতাও। সংস্থার সদস্যগণ পথচলতি মানুষকে সৌভ্রাতৃত্বের রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। রাখী পরিয়ে সকলের হাতে তুলে দেওয়া হয় চকলেট। উৎসব প্রাঙ্গনের ছোট্ট মঞ্চে সদস্যরা সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি পরিবেশন করে। পথচলতি মানুষজনও দাঁড়িয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বেশ উপভোগ করেন। বর্ণমালা আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজকর্মী গোবিন্দ ঘটক, নরোত্তম বিশ্বাস, প্রবীর মুখার্জী, দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক। সকলেই সম্প্রীতির উৎসব রাখী বন্ধনের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে গ্রামের সকল মানুষজনকে সাথে নিয়ে এই মহতী উৎসবের আয়োজন করায় বর্ণমালার সদস্যগণকে সাধুবাদ জানান। সংস্কৃতিপ্রেমী গৃহবধু মীনাক্ষী মুখার্জীর পরিচালনায় বর্ণমালা আয়োজিত এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে মাইক বাজিয়ে পিকনিক

প্রথমপাতার পর...

এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই পিকনিক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, "এভাবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে মাইক বাজিয়ে পিকনিক হল। প্রশাসনের কর্তাদের কোন হুশ নেই।"

এই পিকনিকের ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছেন শাসক-বিরোধী উভয় পক্ষই। স্থানীয় বিজেপি নেতা রাজকুমার মিত্র বলেন, "এই ঘটনা নিন্দনীয়। স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত কর্মীদের যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিকে নজর নেই, এই ঘটনাই তার প্রমাণ। এমন ঘটনা যেন দ্বিতীয়বার না ঘটে প্রশাসনের সেদিকে নজর দেওয়া উচিত।" পিকনিকের ঘটনার নিন্দা করে গাইঘাটা পশ্চিম ব্লকের তৃণমূল সভাপতি বিপ্লব দাস বলেন "যারা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে প্রশাসনের কাছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানাবো। পরবর্তীতে এমন ঘটনা যেন না ঘটে সেদিকেও আমরা নজর রাখছি।"

এদিন সকালে এলাকায় গিয়ে দেখা গেল উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভেতর থেকে তড়িঘড়ি প্যান্ডেল খোলার কাজ চলছে। ক্লাব সদস্য রাজু মন্ডল বলেন, "প্রতিবছর ১৫ই আগস্ট আমরা এলাকার মানুষদের নিয়ে পিকনিক করি। এবার বৃষ্টির জন্য আমরা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে করেছিলাম।" তবে ভবিষ্যতে আর এমন ভুল হবে না বলে জানিয়েছেন ক্লাবের আরেক সদস্য।

মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি গাইঘাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন গাইঘাটার স্বাস্থ্য আধিকারিক সুজন গাইন।

একটি আবেদন

গাইঘাটার বকচরা গ্রামের বাসিন্দা অলক কুমার রায় (বয়স ৪৫, ব্লাড গ্রুপ এ পজেটিভ) -এর দুটি কিডনিই খারাপ, মরণাপন্ন ব্যক্তিটির জন্য যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি এগিয়ে আসেন, একটি কিডনি দান করে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটিকে বাঁচান, তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। সত্বর যোগাযোগ করুন ঃ

৯৩৩২৫১৩৭৮০, ৯১২৩০৩৮১০০

পুজোতে রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী তনুজা

প্রথমপাতার পর...

পুজো নিয়ে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, " কালী পূজা করা স্বাভাবিক। আমরাও সব সময় দূর্গা পুজো কালীপুজো করি। পূজো নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি।"

HALL MARK
বনগাঁয় সবার মুখে এক কথা—
রমারি ডিজাইন, গহনার গড়নে সাবেকিয়ানা,
আধুনিকতায় অনন্য প্রতিষ্ঠান

আমাদের গহনার মজুরী সবার থেকে কম

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা

এন পি.সি. অপটিক্যাল
এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বনগাঁওতে নিয়ে এল আপনাদের সাধ্যের মধ্যে আধুনিক ডিজাইনের উন্নতমানের চশমার ফ্রেম এবং পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার। এছাড়া সমস্ত রকমের Contact Lens পাওয়া যায়।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন (৮৯৬৭০২৪১০৬) এই নম্বরে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Editor- Utpal Mallick**